দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের গরম পানি ব্যবহার ও লাঠিচার্জ

□ স্টাফ রিপোর্টার

চাকরি জাতীয়করণের একদফা দাবিতে আন্দোলন

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করতে তীব্র দাবদাহের মধ্যে পুলিশের গরম পানি ব্যবহার এবং লাঠিপেটায় আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত শিক্ষক। গতকাল দুপুরে শাহবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ সময় ৪ শিক্ষককে গ্রেফতার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ বুধবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন শিক্ষকরা। সেখান থেকে তারা লাগাতার গণঅনশন কর্মসূচি দেবেন। এ সময় শিক্ষকরা কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা নিবেন না।

শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবি আদায়ে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৭০ হাজার শিক্ষকদের নিয়ে সমাবেশ করে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। সমাবেশ করার পর চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে স্মারকলিপি নিয়ে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু শাহবাগ মোড়ের কাছে কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের পৃঃ ১২ কঃ ৪

প্রাথমিক শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামনে শিক্ষকদের আটকে দেয় পুলিশ। শিক্ষকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গরম পানি নিক্ষেপ ও শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে উত্তেজিত শিক্ষকরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে। এসময় পুলিশ ৪ শিক্ষককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের সামনের রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘট করে।

পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবি পূরণ না হলে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বুধবার (আজ) বিকেল ৩টা পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ইতিবাচক ঘোষণা না আসলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেই লাগাতার গণঅনশন কর্মসূচি পালন করা হবে। আমাদের দাবি পূরণ করা না হলে সারাদেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুলবে। শিক্ষকরা কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা নিবেন না।

এদিকে পুলিশি বাধার মুখে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের সামনের রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘট করার পর পুনরায় আন্দোলনরত শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফিরে আসেন।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফিরে এসে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আজ ও আগামীকাল (আজ) বিকেল ৩টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেই দিবারাত্রি অবস্থান ধর্মঘট করবো আমরা।

শাহবাগ এলাকায় মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ৪ শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। তারা হলেন- ঠাকুরগাঁওয়ের খলিলুর রহমান, নওগাঁর মোতাহারুল ইসলাম, দিনাজপুরের আবুল কালাম আজাদ ও নেত্রকোনার সোলায়মান। পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ সময় দিনাজপুর জেলা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলামসহ কমপক্ষে ৫/৬ জন আহত হন এবং দু'জন পুলিশেরও অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

পুলিশি বাধার মুখে কেন্দ্রীয় গণ-গ্রন্থাগারের সামনে অবস্থান নেওয়া প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষকের অনেকেই রাস্তায় এসময় শুয়ে পড়েন। তাদের অনেকেই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থানের দাবি তোলেন।

শিক্ষক ও পুলিশের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের রমনা জোনের এডিসি আনোয়ার হোসেন শিক্ষক নেতাদের জানান, সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধি এখানে আসবেন না। শিক্ষকদের মনোনীত প্রতিনিধিকেই স্মারকলিপিসহ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু আন্দোলনরত শিক্ষকরা পুলিশের ওই আহবান নাকচ করে দেন।

পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পরিষদের কো-চেয়ারম্যান শেখ আব্দুস সালাম মিয়া, উপদেষ্টা মনজুর আলী প্রমুখ।